দৈনিক ইত্তেফাক

49

SEP. 03 1999

তারিখ ...

পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা প্রসঙ্গ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এখন বন্ধ। গত ১৪ই আগস্ট দুইটি বিবদমান ছাত্র গ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা বিরাজ করিতেছে। সংঘর্ষের কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইতিপূর্বে অসংখ্যবার বন্ধ হইয়াছে। সাম্প্রতিককালে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে খুন হইয়াছে বকুল, আইয়ুব আলী, মুশফিক ও জোবায়ের নামক চার চারজন ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে স্থায়ীভাবে পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু সন্ত্রাস বন্ধ হয় নাই। চলতি অচলাবস্থার জন্য অবশ্য শুধু সন্ত্রাসকে দায়ী করা যাইতেছে না। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ক্যাম্পাসে বাস চলাচল বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বলা হইতেছে, ইহাতে বিশ হইতে ত্রিশ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হইবে। কর্তৃপক্ষীয় এই সিদ্ধান্ত ছাত্র-ছাত্রীরা মানিতে নারাজ। ক্যাম্পাসের অবস্থানগত কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা বাস চলাচল বন্ধের ঘোর বিরোধী। সকল ছাত্র সংগঠন এই প্রশ্নে এক হইয়া বর্তমানে আন্দোলনে নামিয়াছে। ফলে সংঘর্ষের কারণে বন্ধ হইয়া যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয় এখন খুলিয়া দেওয়া যাইতেছে না। ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, ছাত্র শিবির, ছাত্র ফ্রন্ট ও ছাত্র ইউনিয়নের শীর্ষ নেতারা নাকি বলিয়াছেন যে, ক্যাম্পাসে বাস চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিল না করা হইলে অচলাবস্থা অব্যাহত থাকিবে।

সকলেই স্বীকার করিবেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া ও নেওয়ার কাজটাই হওয়া উচিত মুখ্য। কিন্তু বহুদিন ধরিয়াই এই মুখ্য কাজটি যেন দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কিছুতেই করা হইয়া উঠিতেছে না। ইহার বিবিধ কারণ থাকিতে পারে। তবে প্রধান কারণ যে সন্ত্রাসনির্ভর ছাত্র রাজনীতি তাহা বলাই বাহুল্য। সন্ত্রাসনির্ভর রাজনীতি বা ছাত্র রাজনীতি আমাদের কাহারো কাম্য নয়, হইতে পারে না। কিন্তু বাস্তবতা হইতেছে এই অশুভ প্রপঞ্চের নিকট গোটা জাতিই শুধু আজ নয়, বহুকাল হইতে দিনে দিনে জিম্মি হইয়া পড়িয়াছে। সন্ত্রাসনির্ভর ছাত্র রাজনীতি গ্রাস করিয়াছে দেশের অধিকাংশ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে। খুব কম কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে যেখানে শিক্ষার উপযোগী শান্ত ও স্থিতিশীল পরিবেশ রহিয়াছে। সবচাইতে বেশী অশান্ত পরিবেশ বিদ্যমান সম্ভবতঃ এই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। গোটা বিশ্ববিদ্যালয় যেন অস্ত্রবাজ ও বহিরাগত মাস্তানদের স্থায়ী আখড়ায় পরিণত হইয়াছে। কারণে-অকারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হইয়া যাওয়া, বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষে রক্ত ঝরা যেন আর কোন ঘটনাই নহে। বলাই বাহুল্য, এই ধরনের পরিস্থিতিতে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং হইয়া আসিতেছে সেইসব সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী যাহারা ওই অশুভ সন্ত্রাসনির্ভর ছাত্র রাজনীতির সাথে কোনভাবেই জড়িত নহে। সেশন জটের কবলে পড়িয়া তাহারা যেমন হাবুডুবু খায় এবং খাইয়া আসিতেছে তেমনি অসম্পূর্ণ শিক্ষা নিয়া প্রবেশ করিতেছে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে। অথচ এই সকল ছাত্র-ছাত্রীর পিছনে অভিভাবকরা প্রচুর পয়সা খরচ করেন, খরচ করে সরকার।

কেহ কেহ মনে করেন ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করিলেই শিক্ষাঙ্গনগুলি সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের কবল হইতে রক্ষা পাইবে। আবার অনেকের মতে ছাত্র রাজনীতি নহে বরং শুধুমাত্র ক্যাম্পাসে রাজনীতি কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করাই এই ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত হইবে, কারণ রাজনীতি করার অধিকার ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আছে। এই ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা রাজনীতি করিতে পারিবেন তবে তাহা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইতে বাহিরে গিয়া। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডেই নিজেদের ব্যাপৃত রাখিতে হইবে। বলাই বাহুল্য, চাহিলে এই ধরনের বহু মত ও পথের দিশা পাওয়া যাইবে। কিন্তু বিষয়টি লইয়া শুধুমাত্র একাডেমিক বিতর্ক আমাদের কাম্য নহে। আমরা চাই বাস্তবানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক। সম্ভাব্য উত্তম পন্থায়ই শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করিয়া শিক্ষার পরিবেশ ফিরাইয়া আনিতে হইবে। এই ব্যাপারে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার, দরকার রাজনৈতিক দলগুলির সমঝোতায় উপনীত হওয়া। আমরা বলিয়া থাকি, শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। জাতির মেরুদন্ডকে রক্ষা করিতে হইলে শিক্ষাঙ্গনগুলিকে সর্বতোভাবে সন্ত্রাসমুক্ত করিতেই হইবে।

যাহাই হউক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে উহার জন্য ছাত্র ও কর্তৃপক্ষ পরস্পর পরস্পরকে দায়ী করিতেছে। দায়ী যেই হউক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অচলাবস্থার শিকার কিন্তু হইতেছে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা।

এই অচলাবস্থা তাই যথাশীঘ্র দূর হওয়া দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নাকি বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় খোলার ব্যাপারে ছাত্র সংগঠনসমূহের সহিত আলোচনার জন্য একটি লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করিয়াছে এবং এই লিয়াজোঁ কমিটির আগামীকাল (৪ঠা সেপ্টেম্বর) হইতে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সাথে আলোচনা শুরু করিবার কথা। আশা করি শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া দেওয়ার মত পরিবেশ সৃষ্টি করা হইবে। এই ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব সমানভাবেই বর্তায় কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রসংগঠনগুলির উপরে।